International Journal of Multidisciplinary Trends

E-ISSN: 2709-9369
P-ISSN: 2709-9350
www.multisubjectjournal.com
IJMT 2021; 3(1): 159-162
Received: 29-12-2020
Accepted: 08-01-2021

Sarita Biswas
Resources Person, Department of Bengali, MGGC, Mayabunder, Andaman and Nicobar, Islands

Dr. Gouri Bepari
Resources Person, Department of Economics, MGGC, Mayabunder, Andaman and Nicobar, Islands

Dr. Parbati Bepari
Resources Person, Department of Economics, MGGC, Mayabunder, Andaman and Nicobar, Islands

Corresponding Author:
Sarita Biswas
Resources Person, Department of Bengali, MGGC, Mayabunder, Andaman and Nicobar, Islands

বঙ্গ দেশ নায়ক নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু

Sarita Biswas, Dr. Gouri Bepari and Dr. Parbati Bepari

সারাংশ:
দেশটির অধিনায়ক নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বসু ১৮৩৬ সালের ১৩ জানুয়ারী উড়িষ্যার কটকের উরে বাজারে একটি ভবনে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। 'নেতাজি' শব্দটি বোঝার একমাত্র বাঙালি হলেন বাংলার পুত্র সুভাষ চন্দ্র বসু। সুভাষচন্দ্র বসু এই পরাধীন দেশের জমিতে জন্মগ্রহণ করেছিলেন, তিনি সারা জীবন দেশের স্বাধীনতার জন্য লড়াই করেছিলেন, কিন্তু একাকী স্বাধীনতা তাঁর ইচ্ছা ছিল না। তিনি চেয়েছিলেন সংহত ও সংহত ভারতের স্বাধীনতা।

মূল কথা: দেশের নায়ক সুভাষ চন্দ্র বসু, সংযুক্ত ও সংযুক্ত ভারত, ভারতের স্বাধীনতা

ভূমিকা

সুভাষচন্দ্রের জীবন ও বাণী: নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর পিতার নাম জানকীনাথ বসু, পেশায় তিনি কটক শহরের উকিল ছিলেন। মাতা প্রভাবতী ছিলেন উত্তর কলকাতার হাটখোলার বিখ্যাত দত্ত- পরিবারের মেয়ে। নেতিজীর স্ত্রীর নাম এমিলি এবং তাদের একটি কন্যা সন্তান ছিল, নাম অনিতা বসু। সুভাষচন্দ্রকে ছেলেবেলায় ইংরেজ মিশনারিদের প্রাইমারি স্কুলে ভর্তি করিয়ে দেওয়া হয়। সুভাষচন্দ্র শ্রেনীতে ছিলেন সবার সেরা।সুভাষচন্দ্র ধীরে ধীরে ইংরেজি ভাষায় ও আদব-কায়দায় পারদর্শি হয়ে ওঠেন। কিন্তু সুভাষচন্দ্রের বয়স যখন মাত্র এগারো বছর তখন জানকীনাথ সুভাষচন্দ্রের ভালো ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করে প্রাইমারী স্কুল থেকে সরিয়ে এনে র‍্যাভেনশ কলেজিয়েট স্কুলে ভরতি করিয়ে দেন। তখন থেকে শুধু সুভাষচন্দ্রের শিক্ষার ধারায় পরিবর্তন আসল তা নয়, পরিবর্তন ঘটলো তাঁর জীবন ও চরিত্র গঠনের ধারায়ও। ঐ সময় তাঁর স্কুলের প্রধান শিক্ষক ছিলেন বেণীমাধব দাস। বেণীমাধব দাস ছিলেন আদর্শ পুরুষ, বালক বয়সে সুভাষচন্দ্রের জীবনে ব্যাপক প্রভাব পরেছিল এই বেণীমাধব দাসের। বেণীমাধব দাস সুভাষচন্দ্রকে উৎসাহ দিতেন মানুষের মতো মানুষ হওয়ার। পড়াশুনা, ভালো কাজের মধ্যে দিয়ে চরিত্র গঠণ, প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের মধ্যে দিয়ে ঈশ্বরের সন্ধান- এগুলিকেই বালক সুভাষচন্দ্র তাঁর জীবনের আদর্শ রূপে গ্রহণ করেছিলেন। সুভাষ স্কুলে পড়ার সময় হেমন্ত কুমার সরকার নামে একটি কলেজের ছাত্র তাদের বাড়িতে বেড়াতে এসেছিল, এই হেমন্ত কুমারের থেকেই সুভাষচন্দ্রের মনে প্রথম উদয় হল পরাধীন দেশের কথা, তখন থেকেই তিনি ভাবতে শুরু করলেন, নবযৌবনের হাতেই রয়েছে দেশের স্বাধীনতা।

১৯১৩ সালে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ন হওয়ার পর সুভাষচন্দ্র কটক থেকে চলে আসেন কলকাতায়, এবং প্রেসিডেন্সি কলেজে সংস্কৃত, গনিত ও লজিক নিয়ে আই, এ, ক্লাসে ভর্তি হন। ১৯১৫ সালে আই, এ পরীক্ষায় প্রথম শ্রেনীতে উত্তীর্ন হয়ে তিনি প্রেসিডেন্সি কলেজেই দর্শনে অনার্স নিয়ে পড়তে শুরু করেন। কিন্তু কলেজের এক ইংরেজ শিক্ষক তাদের মধ্যে একটি ছাত্রকে গালিগালাজ দিলে, এবং এদেশের প্রতি অশালীন উক্তি করলে ছাত্ররা মিলে গোলযোগ করে,তাই শেষে সুভাষচন্দ্রকে প্রেসিডেন্সি কলেজ ছেড়ে ভর্তি হতে হয় স্কটিশ চার্চ কলেজে।

১৯১৯ সালে সুভাষ মনস্তত্ব নিয়ে এম, এ, কলেজে ভর্তি হলেও শেষে পিতার ইচ্ছায় আই-সি এস পড়ার জন্য বিলেত চলে যান। এরপর ১৯২১ সালের মে মাসে কেম্ব্রিজের বি,এ, ডিগ্রি নিয়ে তিনি আই-সি-এস এর চাকরির প্রস্তাব প্রত্যাখান করেন। এবং দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাসের সঙ্গে যোগাযোগ করে জানতে চাইলেন, কি করে দেশের কাজে নিজেকে নিযুক্ত করতে পারবেন। তখন দেশবন্ধু তাঁকে জানালেন,- তাঁকে ন্যাশনাল কলেজ এবং তাঁর কাজের ভার তাঁকে দেবেন। তখন থেকে সুভাষচন্দ্র দেশে ফিরে ন্যাশনাল কলেজের অধ্যক্ষের ভার নেন, এবং অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দেন। এই সময় সুভাষচন্দ্রকে ১৯২১ সালের ডিসেম্বর মাসে ১৭ (বি) ধারায় গ্রেপ্তার ও করা হয়। জেল থেকে ছাড়া পাওয়ার পর পুরোপুরি ভাবে তিনি দেশ সেবার কাজে আত্মনিয়োগ করেন। ১৯২১ সালে সুভাষচন্দ্র 'ইয়ং বেঙ্গল পার্টি' নামে একটি দলের গঠন করেন। এই দলের উদ্দেশ্য ছিল ধর্ম, সমাজ এবং মতামত বিষয়ে সকলের যথাসম্ভব স্বাধীনতা দান করা। দেশের শ্রমিকদের যাতে বেশি কষ্ট না হয়, তাদের অসুখের সময় যাতে বেতন কাটা না যায়, বৃদ্ধ বয়সে পেনসন, ইত্যাদি যাতে পায়, সেই বিষয়ে চেষ্টা করাই ছিল এই দলের উদ্দেশ্য।

হঠাৎ দেশবন্ধু মারা যান, যখন মারা গেলেন তখন সুভাষচন্দ্র মান্দালয় জেলে বন্দী ছিলেন। মান্দালয় জেল থেকে ছাড়া পেয়ে সুভাষচন্দ্র অসুস্থ শরির নিয়েই আবার দেশের কাজে নিজেকে লিপ্ত করেন। ১৯২৮ সালে কলকাতায় কংগ্রেজের অধিবেশন বসলে, তিনি পূর্ণ স্বাধীনতা অর্জনের প্রস্তাব নিয়ে 'স্বাধীন সঙ্ঘ' গঠন করেন। এই সময়ই তিনি বিভিন্ন রাষ্ট্রীয় সভায় পরিচালক রূপে ভারতীয় রাজনীতি ক্ষেত্রে প্রতিষ্টা অর্জন করে 'দেশগৌরব' উপাধীতে ভূষিত হন।

১৯২৯ সাল থেকে ১৯৩৩ সাল পর্যন্ত সময়কালে সুভাষচন্দ্র বার বার কারারুদ্ধ হয়ে কঠিন রোগে শয্যাশায়ী হয়ে পড়েন। এবং ১৯৩৩ সালে জানুয়ারী মাসে তিনি ভারত ত্যাগ করে চিকিৎসার জন্য ইউরোপে যাত্রা করেন। এরপর ১৯৩৫ সালে ভারত সরকারের অনুমতি না নিয়ে আইন অমান্য করে ভারতের বোম্বাই শহরে পদার্পন করলে ১৯১৮ সালের ৩ আইন অনুসারে সুভাষচন্দ্রকে গ্রেপ্তার করা হয়। ১৯৩৭ সালে তাঁকে দুর্বল অবস্থায় আবার মুক্তি দেওয়া হলে, তিনি কিছুদিন ডালহৌসীতে থাকে, তারপর চিকিৎসার জন্য বিলেতে যান। কিন্তু ১৯৩৮ সালে হরিপুরা কংগ্রেসের সভাপতিত্ব করার জন্য আহ্বান জানানো হলে তিনি দেশে ফিরে আসেন। ১৯৩৮ সালে সবার মত নিয়ে সুভাষচন্দ্রকে কংগ্রেসের সভাপতি করা হল। এই সালেই তাঁর শরির অসুস্থ থাকা সত্ত্বেও সকলের স্বেবার জন্য তিনি সারা দেশ ঘুরলেন। ১৯৩৯ সালে ১৫৮০ ভোট পেয়ে সুভাষচন্দ্র হলেন ভারতবর্ষের রাষ্ট্রপতি। এই সময় থেকেই চরমপন্থী সুভাষচন্দ্রের এবং নরমন্থী গান্ধীজীর মতের অমিল পরিস্ফুট হয়ে ওঠে।

১৯৪১ সালের ১৩ই জানুয়ারী থেকে শুরু হল সুভাষচন্দ্রের দেশমুক্তি ব্রতের দুরুহ দুর্গম পথের অভিযান। এই অভিযানে তিনি প্রথম কলকাতা ছেড়ে গেলেন পেশোয়ার সেখান থেকে পায়ে হেটে গেলেন কাবুল। কাবুল গিয়ে সাহায্যের জন্য তিনি যোগাযোগ করলেন রুশ সরকারের সঙ্গে। কিন্তু রুশের তরফ থেকে সাহায্য পেলেন না তিনি। এই ভাবে বার বার সাহায্যে ব্যর্থ হয়ে তিনি গেলেন বার্লিনে হিটলারের সঙ্গে দেখা করতে। হিটলার সুভাষের আগমন বার্তা পেয়ে খুশি হয়ে হুকুম দিলেন, ভারতীয় নেতার বার্লিনে অবস্থানে যেন কোন অসুবিধা না হয়। সুভাষ হিটলার কে জানালেন, তাঁর চাই সম্পূর্ন ভাবে নিজের কর্তৃত্বে একটি বাহিনী ও সরকার গড়ে তোলার ক্ষমতার সাহায্য। কিন্তু হিটলার এতখানি সাহায্য দিতে রাজি ছিলেন না। তখন বার্লিন রেডিওর মাধ্যমে ১৯৪১ সালের ৭ই ডিসেম্বর ভারতবাসির জন্য শোনালেন তাঁর ঐতিহাসিক বাণী- 'আজাদ হিন্দ রডিও ও, বার্লিন। আমি সুভাষ।…….. ভারতবর্ষকে মুক্ত করার জন্য, চলেছে আমার প্রস্তুতি,বিগত দুশো বছরের বৈদেশিক ইতিহাস আমি গভীর অভিনিবেশ সহকারে পাঠ করেছি- বিশেষ করে সংগ্রামের ইতিহাস আমাকে বাশি আকর্ষণ করেছে। কিন্তু কোথাও বৈদেশিক সাহায্য ছাড়া কোন দেশের মুক্তি অর্জনের ইতিহাস আমি দেখিনি।…….. ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে যে কোন বৈদেশিক সাহায্যই আমরা সাদরে বরণ করে নেব। '

ভারতবর্ষের প্রেত্যেক জনগন তাঁর এই বাণী মনপ্রাণ দিয়ে শুনল। সুভাষচন্দ্র জনগনদের জানালেন যে হিটলার বা মুসোলিনী ভারতবর্ষ থেকে অনেক দূরে, তাই সাহায্যের জন্য তাঁকে যেতে হবে জাপানে, কারন তখন জাপানই ব্রিটিশদের ক্ষতবিক্ষত করে তুলছিল। শেষে রাজবিহারী বসু এবং মোহন সিং এর আহ্বানে 'আজাদ হিন্দ বাহিনী' কে নেতৃত্ব দিতে১৯৪৩ সালে জলযানে পারি দিলেন সুভাষচন্দ্র। জাপানে বসে ভারতের মাত্র ৫০ হাজার সৈন্য নিয়ে গঠন করলেন 'আজাদ হিন্দ সরকার' এবং ১৯৪৩ সালে ২রা জুন তাঁর আজদী সেনাবাহিনীকে ডেকে নিয়ে বললেন-'বন্ধুগন, সৈনিকগণ,যাত্রীগণ, আজ একমাত্র সময় নিনাদ গগন বিকল্পিথ করে ধ্বনিত হোক- দিল্লি চল- দিল্লির লাল কেল্লায় জাতীয় পতাকা ওড়াও, আর সেখানে সাম্রাজ্যবাদের সমাধিক্ষেত্র রচনা কর' ।

এছাড়াও ১৯৪৩ সালের ২৫ আগস্ট দৃপ্ত কন্ঠে নেতাজী শোনালেন তাঁরঐতিহাসিক বাণী-'Hark, India is calling…. Blood. Rise, we have no time to loose. Take up your arms….we shall make our way through the enemy's rank or if god wills, we shall die marty's death. And in our last step we shall kiss the road that will bring our Army to Delhi. The road to Delhi, the road to Freedom.

'দিল্লির পথই স্বাধীনতার পথ, চল দিল্লী!' নেতাজীর এই মন্ত্রে উদ্বুদ্ধ দেশ প্রেমিক সত্যি সত্যি ভারতের সীমান্তের দিকে এগিয়ে যেতে শুরু করল। কিন্তু রসদ এবং খাদ্যের অভাবে আজাদ হিন্দ বাহিনী পশ্চাদ পসারনে বাধ্য হল। তারা পিছুপা হল বটে, কিন্তু শহীদের পবিত্র রক্তে রাঙা হয়ে আরাকান আর কোহিমার মাটি পবিত্র হয়ে গেল চিরদিনের জন্য।

সমস্ত জায়গার স্বাধীনতা স্বাধীনতা সংগ্রামীদের দেশকে স্বাধীন করার উদ্দেশ্যে জাগিয়ে তোলার জন্য সুভাষ রওনা দিলেন টোকিও, চিন, সিঙ্গাপুর, এবং সেখান থেকে ২৯ ডিসেম্বর ১৯৪৩ সালে গেলেন দেশের এক কোনায় অবস্থিত আন্দামান নিকোবর দ্বীপপুঞ্জে। আন্দামানে এসে তিনি পোর্টব্লেয়ারে জসভায় ভাষন দিলেন এবং জাতীয় পতাকা উড্ডীন করলেন, স্বাধীনতা সংগ্রামীদের উদ্বুদ্ধ করলেন 'দিল্লী চল মন্ত্রে' ।দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের অন্তিমকালে নেতাজী সুভাষচন্দ্র জাপানের পথে রওনা দিলেন, জাপান এবং জার্মিনির পরাজয় হল, এমন সময় হঠাৎ ১৯৪৫ সালে ১৮ই আগস্ট নেতাজীর মৃত্যুসংবাদ প্রচারিতহল। কিন্তু আজ ও পর্যন্ত নেতাজীর এই ভারতবর্ষ বিশ্বাস করে না যে, দেশের জন্য সর্বত্যাগী এই মহাপুরুষের কখনও মৃত্যু হতে পারে।

উপসংহার: বঙ্গ সন্তান, ভারতবর্ষের নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর সম্পূর্ন জীবনের ব্রত ছিল পরাধীনতা থেকে দেশকে মুক্ত করার পর দেশে শ্রেণীহীন, শোষণহীন এক সমাজ প্রতিষ্ঠা করা। তিনি মনে প্রানে ছিলেন সমাজতন্ত্র বাদি, তাই তিনি চেয়েছিলেন ভারতীয় জনতার হাতে সমস্ত ক্ষমতা তুলে দিতে। এই উদ্দেশ্যেই বঙ্গ সন্তান নেতাজী সুভাষচন্দ্রের জীবন সংগ্রাম।

গ্রন্থপঞ্জি:

1. ঋষি দাস, "দেশনায়ক সুভাষচন্দ্র" , ISBN:81-7612-402-8, ১৯৯৯, দে' জ পাবলিশিং
2. শ্রীরাজেন্দ্রকুমার গুপ্ত," নেতাজী সুভাষচন্দ্র"